সমান্তরাল ছবি

তাপস ভট্টাচার্য্য

অ্যানি জানলার পাশে বসেছিল। দেখছে। বাইরে। গাড়ী চলছে দুর্দান্ত গতিতে। বাবা চালাচ্ছে। চোখে সানগ্লাস।

শীতের শুরু।বাবার পরনে কোট, টাই।ভিতরে সোয়েটার।হ্যান্ডসাম লাগছে।মাও খুব সুন্দর ছিলেন।দুজনে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলো।

অ্যানি গাড়ী চালাতে চেয়েছিল। বাবা রাজি হননি। বললেন, গিয়ে অনেক পড়াশুনো আছে।এখন রিল্যাক্স করো।

অ্যানি।ডাকনাম।ভাল নাম অনামিকা। বছর আঠেরো উনিশ হবে।ডাক্তারী পড়ছে। মা-বাবা দুজনেই ডাক্তার।দেখে দেখে অভ্যস্ত ডাক্তারদের।

স্কুল ছাড়ার পরে ভেবেছিল law পড়বে।কিন্তু ওই। মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক।সব তালগোল পাকিয়ে গেল।পুরো ডিসিশন বদলে ফেলল অ্যানি।ডাক্তার হতে হবে।এরকম বিশেষ রুগীদের বাঁচাতে হবে।

ম্যানচেষ্টার থেকে কেমব্রিজ প্রায় ঘন্টা পাঁচেক লাগে।রাস্তা ভালো।গাড়ীটাও নতুন।আগেরটা মা কিনেছিল।বাবা হঠাৎ রেগেমেগে বেচে দিল। এটা নতুন গাড়ী।

মাঝে মাঝে বাবার জন্য কষ্ট হয়। কতই বা বয়স।কত একা হয়ে গেল বাবা।

আজ actually college এ যাওয়ার কথা ছিল না। ক্লাসের শিডিউল্ বদলে গেছে। হঠাৎই।

ওর ক্লাস শুরু পরশু থেকে। আজ হোটেলে থাকবে।বাবার আইডিয়া।বললেন,না রে।একদিন আগে গেলে তোরও অ্যাডজাষ্ট করতে সুবিধে হবে।

তাপস Bhattacharyya

আসলে অনেক দিন পরে হষ্টেল খুলছে। দিন না, মাস। কোভিডের জন্য। এক ভাইরাসের ঠেলায় সমস্ত পৃথিবী যেন তছনছ হয়ে গেল। বাবারে বাবা। উফ্।

অথচ চলছিল বেশ। সেকেন্ড ইয়ারের পড়াশুনো বেশ চলছিল। অ্যানি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। খুব ভালো রেজাল্ট। কোভিডেও বাড়ী থেকে অনলাইনে পরীক্ষায় টপ করেছে। বিশেষ ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। পেয়েছে সেপারেট রুম, হষ্টেলে। এটা খুব কম স্টুডেন্ট পেয়ে থাকে। অ্যানি এদেরই একজন।

বাইরে আবহাওয়া আদৌ ভালো নয়। এখানে কিছু বোঝাও যায় না। দাদু দিদা বলেন। এই মেঘ, এই রোদ। ঠান্ডাটা বাড়ছে। গুটিয়ে সুটিয়ে বসল অ্যানি। বাবা বললেন, হিটার বাড়াবো? দরকার নেই, অ্যানি বলল।

আজ মা'র কথা খুব মনে পড়ছে। ভালো গান গাইতেন মা। রবীন্দ্র সংগীত। দিল্লীতে শিখেছিল।

মার জন্ম তো ওখানেই। পড়াশুনোও তাই। অবশ্য ডাক্তারী পড়তে বিদেশ চলে আসতে হয়েছিল।

এরকম আবহাওয়ায় long drive এ মা গান গাইতেন। অ্যানিকে ছোটবেলায় শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। হয়নি। সবাইকে দিয়ে সব হয় না।

বাবার সাথে মা'র দেখা তো মুম্বইয়ে। বাবা বাঙ্গালী নন। দক্ষিন ভারতের। দেখতে খুব সুন্দর। ওরা দুজনেই ডাক্তার হবার পরে ট্রেনিং এ পরিচিত হয়েছিল। মা'র থেকে শোনা সব।

দাদু দিদা দিল্লীতে থাকেন। ওরা খুবই প্রগতিশীল। আপত্তি করেননি।

অ্যানির জন্ম লন্ডনে। বিয়ের পরে মা বাবা চাকরী নিয়ে লন্ডনে চলে আসেন। এসব অনেক আগের কথা। তার অনেক পরে better job পেয়ে ম্যানচেষ্টারে shift করেন।

মা'র মত স্বভাব পেয়েছে অ্যানি। হৈ হুল্লোড় খুব একটা পছন্দ নয়। বাবা বরং উল্টো। ভীষণ হুল্লোড়ে। বাড়ীতে থাকলে সবাইকে পাগল করে তোলে।

গাড়ীর গতি কমে আসছে। অ্যানির চিন্তায় বাঁধা পড়লো। বোধহয় সামনে কিছু হয়েছে। কিছু পুলিসও আছে। বাবা গাড়ীর কাঁচ নামিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করল। পুলিসটা কি বলল, অ্যানি শুনতে পেল না।

আসলে অনেকদিন পরে বাইরে বেড়িয়েছে ওরা। অ্যানি বাড়ী ছাড়ল বহূদিন পরে। ওকে ড্রপ করে বাবা ফিরে যাবেন।

ও থাকবে হষ্টেলে। প্রতি week end এ ফিরবে। ট্রেনে। এরকম arrangement হয়েছে আপাততত। বাবা করেছেন। "আমি ছেড়ে দেব, তুমি আসার সময় ট্রেনে ফিরবে।

ও বাংলা বলতে পারে। বাবা বাংলা বোঝেন। একটু একটু। কথাবার্তা সব ইংরিজিতেই হয়। ওতেই স্বচ্ছন্দ।

দাদু দিদার সাথেও বেশীর ভাগ সময় ইংরিজীই চলে।

বাবার তরফে সেরকম কোনো relatives আছে কিনা অ্যানি জানে না। যোগাযোগ আছে এক কাকার সাথে। খুব কম কথা হয়। অবশ্যই ইংরিজিতে।

বাবার কথা কানে এল।

-'কিছু বললে?'

-'কি ভাবছিস তখন থেকে?'

-বিশেষ কিছু না।ভাবছি, তুমি ফিরে গিয়ে নিয়ম করে খাওয়া দাওয়া করবে।এ'কদিন আমি দেখেছি। এবার থেকে নিজেকে করতে হবে। মনে থাকবে তো?

-চিন্তা করিস না। আমি ঠিক সামলে নেব।

-সে তো নেবে। বেশীক্ষন রাতে computer এ বসবে না। অফিসের কাজ অফিসেই সারবে।

-হু, ঠিক আছে রে, মা।

Bhattacharyya

এ'কদিন সত্যিই ও সামলেছে। বাবা কাজ পাগল। মা'র মতন।

বাবার হাসপাতালের রুগী আর অফিসের administration এর কাজ। রুগী দেখা, operation করা এইসব।

আর আজকাল হয়েছে কোভিড রুগীর ভীড়, তার protocol। sanitization, ইত্যাদী। বাড়ীতে আসার পর আবার কোভিড প্রোটোকল।

সত্যি। পৃথিবীটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেল, তাই না? ছোট্ট একটা ভাইরাস!বিশ্বত্রাস। ওর খুব ইচ্ছে কোভিডের ওষুধ বার করবে।

কিন্তু অ্যানি এখন ছোট। গবেষণার লেভেলে যেতে অনেক সময় লাগবে।

গবেষণা চলছে। সারা বিশ্বে। প্রতিষেধক টীকা বেরিয়েছে। লোকে নিচ্ছেও। ভালো তো। তার মানে এই নয় যে অ্যানি গবেষণা করবে না।

আচ্ছা, মা তো কিছু করেছিলেন। ওষুধের বিষয়ে। কিছু কিছু মনে পড়ছে। অবশ্য সেসব pre-covid era তে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

-মা যে antivirus ওষুধের কাজে ব্যস্ত ছিল, সেটা কতদূর, ড্যাডি?

-অন্যরা নিয়েছে কাজটা। তখন তো কোভিড ছিল না। এখন আরো বেশী seriously নিয়েছে সবাই। দেখ্ কী হয়। হয়ে যাবে। আমি আশাবাদি।

তা ঠিক। বাবা is a born optimist। ওই আশাতেই তো ছিল বাবা। But then...।

দাদু দিদাও আশাবাদি। অ্যানি কি আশাবাদি? অ্যানি জানে না। অ্যানির পৃথিবী এখন বদলে গেছে।

রেডিয়ো চালালেন বাবা।কোভিডের টিকার টীকাটিপ্পনী চলছে। কোভিড ওয়ারিরসদের বিশেষ সম্মান। মানে ডাক্তার, নার্স ইত্যাদী। বাবা শুনছেন। হাসছেন। বললেন,

-বেশ খবর। এর credit টা তোর মাএরও কিছুটা প্রাপ্য ছিল।

বাইরের হিমেল ঠান্ডার ভাবটা গাড়ীতে নেই। থাকেও না। গাড়ী শীতনিয়ন্ত্রীত।

আচ্ছা, অ্যানি যদি ডাক্তারি না পড়ত, তাহলে কেমন হোত?

অ্যানির মামা চাননি। উনি মহাদিগ্গজ computer ইন্জিনিয়র। উনি চেয়েছিলেন অ্যানি computer এর expert হোক। প্রথমে law পড়বে শুনে রেগে গেছিলেন। পরে যখন জানল ডাক্তার হবে অ্যানি, phone করে বলেছিল,

-good luck। ইন্জিনিয়র হ'লে আমার পাল্লা ভারী হত।

মামা অকৃতদার। এখন নেদারল্যান্ডে থাকে। পড়াশুনো অবশ্য দিল্লীতে। পরে আমেরিকাতে। অনেকবার যেতে বলেছে, যাওয়া হয় নি। বরং মামা এসেছে ওদের বাড়ীতে। বেশ কয়েকবার। খুব শান্ত মামা। হাসিটা খুব সুন্দর।

ওরা বোধহয় প্রায় এসে গেল। আজ হোটেলে থাকা। বাবার plan। পরদিন অ্যানিকে hostel এ ছেড়ে উনি ফিরে যাবেন।

**** ******* *** ***** ****** ******

আজ থেকে অনেক দিন আগে Surinam থেকে লোকজন এসে তখনকার Holland এ বসবাস করতে শুরু করে। এবং এদের একটা আলাদা identity তৈরী হয়। একসাথে থাকার জন্য এদের বসবাসের এলাকাও একটা আলাদা পরিচিতি পায়।

ঘিন্জি এলাকা। ওরা এখন এত বছর ধরে এ দেশটাকেই নিজেদের ঘর বাড়ী ব'লে ভেবেছে। Permanently settle হয়ে গেছে। সুরিনাম তখন হল্যান্ডের অধীনে ছিল। ওরা migrate করে এসেছিল।

একসময় ডাচদের উপনিবেশ ছিল সুরিনাম। Migrate করার পরে এ লোকগুলো নতুন দেশের সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। এরা সবাই local ভাষাতেই কথা বলে। হল্যান্ডে

Bhattacharyya

এসে settle করে ওরা এই দেশের মুখ্য জীবনধারায় খুব ভালভাবে নিজেদের adjust ক'রে নিয়েছে।

Amsterdam এর সুরিনামিদের ভিড়ে ছোট একটা apartment এ পার্থ থাকে। অ্যানির মামা। ঘরবাড়ীর অবস্থা নিতান্তই অগোছালো। Computer এর expert। Hardware এবং software দুটোতেই সমান দক্ষ।

দিল্লী থাকার সময় school এর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল পার্থ । মা-বাবার গুন পেয়েছে। পরে দীর্ঘদিন আমেরিকায় বাস। পড়াশুনো, চাকরী এবং রুজি-রোজগার। বাড়ী-গাড়ী সব।

হঠাৎই মাথায় ভূত চাপল। আর ভালো লাগল না। দেশে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে দিল্লী শহর আরো expand করেছে। বেড়েছে জনসংখ্যা। গাড়ী, বাড়ী, malls। concrete jungle।

আমেরিকা থেকে এসে ক'দিনেই পালাই পালাই ভাব। মা-বাবা চেষ্টা করেছিলেন,

- বিয়ে কর এবার। settle কর। পয়সার তো আর অভাব নেই। তুই highly qualified। খুব সহজেই মনের মত কাজ পেয়ে যাবি এদেশে। বয়সও তো হ'চ্ছে।

কে শোনে কার কথা। ইউরোপে কাজ জুটিয়ে নিল। পাড়ি দিল নেদারল্যান্ডে। দু-তিনটে বাড়ী change করে আপাততঃ Amsterdam এ।

দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আগে যাতায়াত নিয়মিত ছিল। আজকাল কমে গেছে। আর এখন তো কোরোনার জন্য restrictions। Work from home।

কাজ পাগল। পার্থর কাজের শেষ নেই। ভীষন knowledgeable। বুদ্ধিও খুব। গুণমুগ্ধদের ভীড় আছে।

আসলে নিভৃতে পার্থ একা। বেশ একা। এরি মধ্যে একবার মাকে বলেছিল,

Partha Bhattacharyya

–তোমাকে কষ্ট ক’রে মেয়ে দেখতে হবে না আর। শীগগিরী বিয়ে করব।

মা–বাবা শুনে তো এমন খুশী, ...। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ইংল্যান্ডে দিদির ঐ ঘটনার পরে পার্থর জীবনটা কেমন যেন থমকে গেছে। ভাবতেই অবাক লাগে। ঐ ঘটনার পরে পার্থর মনটায় বদলে গেছে।

আজ সকাল থেকেই মন খারাপ। বাইরে বেশ ঠান্ডা। আজ ভাবছে কাজ ক’রবে না। online এ log in না ক’রলেই হোল। একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেবে।

আজ মা–বাবা ফোন ক’রবেন। UK থেকেও video call আসবে বোধহয়। খুব ইচ্ছে ক’রছে মাকে phone ক’রতে। ক’রবে না। আজ তো একদম না। পারবে না।

বিকেলের দেরী আছে। Laptop টা কাছে টেনে নিল পার্থ। Mail check ক’রতে হবে।

****   *******   ***   *****   ******   ******

এবার দিল্লীতে ঠান্ডাটা যেন খুব বেশী। সাথে pollution। smog। তার উপর কোরোনা। বাইরে বেরোনোর প্রশ্নই নেই। সবই online। মুদিখানার জিনিষ। শাক–সব্জী, মাছ–মাংস। সবই online এ।

Covid এর শুরুতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। এখন সয়ে গেছে। কিছুটা stable ও হয়েছে অবস্থা। কাজের লোক দু’জন আছে, দাসদম্পতির। ওনারা নিজেরা senior citizen। দিন কেটে যাচ্ছে।

লেখাপড়াতে দুজনেই brilliant ছিলেন। স্কুলফাইনালে রীতিমত scholarship পাওয়া। পরে স্নাতক, স্নাতকোত্তর। Ph.D. তে পরিচয়, প্রণয় এবং তারও অনেক পরে পরিনয়।

ছাত্রজীবনে এখনকার মত স্কুটার, মোটর সাইকেলের প্রচলন ছিল না। বাইসাইকেল ছিল মার্সেডিসের মত। শুভেন্দু মেয়েটিকে প্রায়ই দেখত হেঁটে যেতে। পিছু নেওয়ার ইচ্ছে হ'ত। সাহসে কুলোতো না।

খবর নিল। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। তিন বছরের জুনিয়র। একদিন সাহসে ভর ক'রে যেচে আলাপ কোরল। বড়লোকের মেয়ে।

- হেঁটে কেন?
- সাইকেল চালাতে পারিনা। সলজ্জ জবাব মেয়েটির।

পরে একদিন সাইকেলে ক'রে সেই মেয়েকে নিয়ে ঘোরা। কি আনন্দ।

কবেকারের কথা সেসব। রোমন্থন করতে গেলে বৌ বকুনি দেয়।

- তোমার কোনো কাজ নেই?

মজাও লাগে বৈকি। স্মৃতির পথে জীবন সায়াহ্নে পিছনে হেঁটে যেতে ভালই লাগত।

হ্যা। লাগত। তারপর কোথা থেকে কী যে হ'য়ে গেল! এখন আর কিছুই ভালো লাগে না।

বিয়ের পর struggle, as usual । স্বাচ্ছন্দ্য অনেক পরে এসেছে। নিজেদের বাড়ী হয়েছে। মেয়ে ডাক্তারী হয়ে ভিনদেশে settled। ছেলে পার্থও ইন্জিনিয়র। বিদেশেই থাকে।

Bhattacharyya

একটাই দুঃখ ছেলেটা বিয়ে কোরল না। মেঘে মেঘে বেলা হ'ল। ছেলের হুঁশই নেই। একটা আস্ত পাগল।

তারপর তো বজ্রপাত। বিনামেঘে। সুন্দর সংসারটা ভেঙ্গে গেল।

আজকের দিনটা খুব বিশেষ। আজ যে শুভ দিন। শুভ কি? শুভ নয়?

আজ অ্যানিদের আর পার্থকে video call এ ডেকেছেন দাসদম্পতি। তৈরী হ'তে হবে।

**** ******* *** ***** ****** ******

দিল্লীর শীতের সন্ধ্যা। আজ দুটো কেক এনেছেন দাসদম্পতি। "Happy Birthday Annie" এবং "Happy Birthday Partha"। অ্যানি, অ্যানির বাবা, পার্থ সবাই computer screen এর সামনে। অ্যানি আর ওর মামা আজকাল ওদের জন্মদিন celebrate ক'রতে চায় না। ভাল লাগে না।

দুটো কেক দু'দিকে। মাঝে একটা সুন্দর photograph। অ্যানির মা'র ফোটো । চন্দন দিয়ে সাজানো। অ্যানির মা হাসছেন। সেখানে একটা বিরাট বড় মোমবাতি। খুব সুন্দর মানিয়েছে। দু'দিকে দুটো আলাদা আলাদা কেকের উপর দুটি মোমবাতি জ্বলছে।

দাসদম্পতি ফুঁ দিয়ে cake এর মোমবাতি দুটো নিভিয়ে দিলেন। ব'লে উঠলেন happy birthday to Annie and পার্থ।

তাপস Bhattacharyya

মাঝের মোমবাতিটা জ্বলতেই থাকল। অ্যানি, ওর বাবা, আর পার্থ চুপ। অ্যানির মা হাসছেন। ফোটোতে।

Computer এর পর্দাতে ওরা পাঁচজন। একজন আর একজনকে দেখছে।

আজ অ্যানির মা'র মৃত্তুবার্ষিকী। মোমের আলো মৃতের স্বাক্ষর নিয়ে জ্বলছে।

কি অদ্ভুত, না? জন্মদিনে প্রদীপ নেভে। মৃত্তুতে জ্বলতে থাকে।

****

*****

***

**

*

নাগপুর

মহারাষ্ট্র

০৩/০৭/২০২১/২০/১১/২০২১

তাপস Bhattacharyya